USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

World Vision

নবযাত্রা প্রকল্প

ইউএসএআইডির ডেভেলপমেন্ট খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি

কোভিড-১৯ এবং ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের প্রভাব ও ক্ষতি পর্যালোচনা

আগস্ট ২০২০

WFP World Food Programme wfp.org

WINROCK INTERNATIONAL

কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও ক্ষতি পর্যালোচনা

USAID
World Vision
নবযাত্রা প্রকল্প
ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ
WINROCK
INTERNATIONAL

পটভূমি

কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যব্যবস্থা, অর্থনীতি, এবং সামাজিক গতিশীলতায় দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলেছে এবং এ অবস্থা থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য অনেকটা সময় লাগবে। কোভিড- ১৯ মহামারী মোকাবেলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০২০ সালের মার্চ মাসে সাধারণ ছুটি[১] জারি করে। সংক্রমণকে প্রতিহত করতে গৃহীত এ উদ্যোগসমূহ যদিও সে সময়ে প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু একই সাথে এর ফলে প্রভাবিত হয়েছে দেশের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের জীবন ও জীবিকা, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য। 'নবযাত্রা' **আমেরিকান সরকারের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি) এর একটি ফুড ফর পিস খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়ন কার্যক্রম**, যেটি বাস্তবায়ন করছে **ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ** দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের দাকোপ, কয়রা, শ্যামনগর ও কালীগঞ্জ উপজেলাসমূহে; এই পর্যালোচনায় নবযাত্রা প্রকল্পের কর্মএলাকার দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারসমূহে কোভিড-১৯ এর প্রভাব আলোকপাত করা হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম ও উইনরক ইন্টারন্যাশনালের সাথে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে; নবযাত্রা মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি, কৃষি ও বিকল্প জীবিকায়ন, দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন, সুশাসন ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং জেন্ডার বিষয়ক কাজসমূহকে সমন্বিত উপায়ে বাস্তবায়ন করছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও ক্ষতি পর্যালোচনা একটি ক্রস-সেক্টোরাল মূল্যায়ন যা নবযাত্রা প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে।

দেশের দক্ষিণপশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ অনেক বেশি। গোটা অঞ্চল যখন কোভিড-১৯ এর প্রভাবে বিপদাপন্ন ঠিক সে সময়ে, ২০ মে ২০২০ তারিখে আঘাত করেছে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান যার কারণে কৃষি ও জীবিকায়ন, গৃহস্থালী এবং পানির উৎসসমূহ ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের প্রভাব, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ও এ সংক্রান্ত তথ্যসমূহও এ রিপোর্টের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০২০ সালের ২১-২৫ জুন নবযাত্রা প্রকল্প কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও ক্ষতি পর্যালোচনা সম্পাদন করেছে এবং উক্ত পর্যালোচনায় নবযাত্রার সরাসরি উপকারভোগীরা কতটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। এইপর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী মহামারীর সময়ে কমিউনিটিতে পরিবারগুলোর অগ্রাধিকার সমূহ :

[১] বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত ২০২০ সালের ২৬ মার্চ থেকে শুরু হওয়া সাধারন ছুটি প্রথম পর্যায়ে ছিলো দুই সপ্তাহের জন্য। পরবর্তীতে এই ছুটি সাত বার বর্ধিত করে ৩০ মে পর্যন্ত করা হয়। এ সময় সরকারি দপ্তরসমূহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ছিলো। ১লা জুন থেকে সরকারি দপ্তরসমূহ ও অন্যান্য অফিসসমূহ আংশিকভাবে চালু হয় ও জনগণের চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়।

কোভিড-১৯ এর প্রভাব নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে দৃশ্যমান:

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

১) ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে লক ডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোসমূহ যেমন: কমিউনিটি ক্লিনিক, বর্ধিত টীকাদান কর্মসূচির স্থান এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলোতে নিয়মিত প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবা নিতে আসা সেবাগ্রহীতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

২) এ পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, কমিউনিটি পর্যায়ে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা গ্রহণ ৩১.৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে- তুলনা করলে দেখা যায়, কোভিড পূর্ববর্তী সময়ে যা ছিলো ৯১.৭% (২৬ শে মার্চ থেকে সাধারন ছুটি ঘোষনার আগে) তা বর্তমানে ৬০.৩%। বর্ধিত টীকাদান কর্মসূচির ক্ষেত্রে এ হ্রাস ১৪.৫%- কোভিড পূর্ববর্তী সময়ে যা ছিলো ৮৫.৪%, বর্তমানে তা ৭০.৯%। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলোতে নিয়মিত প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রেও এ হ্রাস উল্লেখযোগ্য- ২৭.১% (কোভিড পূর্ববর্তী সময়ে ৪৬.৮% এবং বর্তমানো ১৯.৭%)। এ কাঠামোগুলো কমিউনিটি পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কেন্দ্র, যা মূলতঃ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ও অতি দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কাজে নিয়োজিত ।

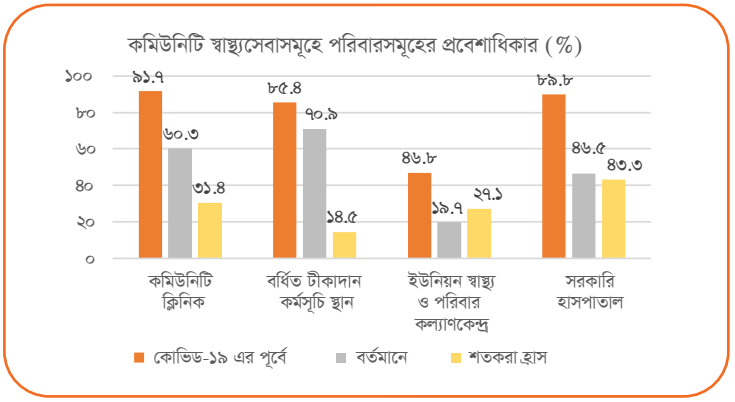

এ বছরের মার্চ মাসে যখন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের হার কমতে শুরু করে, তার পেছনে প্রধান কারনই ছিলো কমিউনিটির মানুষের মধ্যে তৈরি হওয়া ভয়- ক্লিনিক এবং সেন্টারসমূহে স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার ভয়। সেবাগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে আরও ছিলো ভারী বর্ষন, ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের কারণে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতি, বর্ষাকাল এবং সীমিত যোগাযোগ ব্যবস্থা। মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহনের সুযোগ হ্রাস পাওয়া হচ্ছে কোভিভ-১৯ এর কারনে সৃষ্ট সবচেয়ে জটিল প্রভাবের মধ্যে অন্যতম; এবং আরেকটি হচ্ছে এর ফলে সৃষ্ট গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা ও ২ বছরের নিচে শিশুদের স্বাস্থ্য ও অপুষ্টিজনিত ঝুঁকি।

৩) নারী ও পুরুষপ্রধান- উভয় ধরনের পরিবার থেকেই প্রায় ৯২% উত্তরদাতা বলেছেন যে, কোভিড-১৯ মহামারীর ফলস্বরূপ তারা মানসিক অবসাদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন।

৪) যেসকল গৃহে ২ বছরের কমবয়সী শিশু আছে- এরকম উত্তরদাতাদের প্রায় ৫০% বলেছেন যে এই মহামারীর কারণে জীবিকায়ন ও অর্থ উপার্জনের ও বাজারে যাওয়ার সুযোগ কমে যাওয়ায় শিশুদেরকে বিভিন্ন পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো সম্ভব হয়ে উঠছে না।

নারী ও পুরুষপ্রধান- উভয় ধরনের পরিবার থেকেই প্রায় ৯২% উত্তরদাতা বলেছেন যে, কোভিড-১৯ মহামারীর ফলস্বরূপ তারা মানসিক অবসাদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন।

খাদ্য নিরাপত্তা

১) কোভিড- ১৯ এর প্রভাব ও ক্ষতি পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, বিগত সপ্তাহসমূহে ৫৬.৪% পরিবারকে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর কাছ থেকে খাদ্য/ খাদ্যসামগ্রী ধার করতে হয়েছে। ঠিক একইভাবে, ৫১.৭% পরিবার কম ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী খাদ্যদ্রব্য খেয়েছে যা কিনা তাদেও দৈনন্দিন পুষ্টি গ্রহণের মানকে প্রভাবিত করছে এবং প্রকারান্তরে যা মা ও শিশুর খাদ্যপুষ্টির মানকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

২) পারিবারিক পর্যায়ের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জেন্ডারের ভূমিকাও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি কারন বিভিন্ন প্রকার নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ ও গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীপ্রধান পরিবারসমূহ নতুন এ পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। যেমন, সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২৪.৭% পুরুষ প্রধান পরিবারের তুলনায় ৩৩% নারীপ্রধান গৃহস্থালিতে খাদ্যের পরিমাণ কমে এসেছে।

৩) কোভিড-১৯ এর কারনে বিভিন্ন প্রকার সুষম খাদ্যগ্রহণও কমেছে। ৬৭.৬% পরিবার দুগ্ধজাত খাদ্য এবং ৪৬.৯% পরিবার প্রোটিনজাতীয় খাদ্যগ্রহণ করতে পারেনি।

৫৬.৪% পরিবারকে খাদ্য/ খাদ্যসামগ্রী ধার করতে হয়েছে

৫১.৭% পরিবার তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী ও কম পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল

যেসকল গৃহে ২ বছরের কমবয়সী শিশু আছে- এরকম উত্তরদাতাদের প্রায় **৫০%** বলেছেন যে কোভিড-১৯ জীবিকায়ন ও অর্থ উপার্জনের ও বাজারে যাওয়ার সুযোগ কমে যাওয়ায় শিশুদেরকে বিভিন্ন পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো সম্ভব হয়ে উঠছে না।

পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্যবিধি

১) মার্চ থেকে সাধারন ছুটি শুরু হওয়ার পর থেকে রান্না ও পান করার জন্য পানির ব্যবহার ও সংগ্রহ করা ৮০.১% থেকে কমে হয়েছে ৬৭.১%। এছাড়াও ৭৪.৩% পরিবার জানিয়েছেন কোভিড-১৯ এর প্রকোপ শুরু হওয়ার পর থেকে সীমিত যানবাহন ও পানি সংগ্রহের দীর্ঘ লাইনের জন্য পানি সংগ্রহ করতে স্বাভাবিকের থেকে বেশি সময় লাগছে।

২) স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনের ক্ষেত্রে ৮২.৫ % উত্তরদানকারী জানিয়েছেন বাসার বাইরে বের হলে তারা মাস্ক ব্যবহার করেন এবং ৪৯.৭% উত্তরদানকারী জানিয়েছেন তারা তাদের বাড়ি ও ল্যাট্রিন পরিষ্কার রাখেন।

নিরাপদ পানি সংগ্রহ ও ব্যবহারের হার **১৭%** কমে গিয়েছে (কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী ৮০%, বর্তমানে ৬৭%)

৭৪.৩% পরিবার জানিয়েছেন কোভিড-১৯ এর প্রকোপ শুরু হওয়ার পর থেকে সীমিত যানবাহন ও পানি সংগ্রহের দীর্ঘ লাইনের জন্য পানি সংগ্রহ করতে স্বাভাবিকের থেকে বেশি সময় লাগছে।

জেন্ডার

১) কোভিড ১৯ শুরু হওয়ার পর থেকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায়, জীবিকায়নের সুযোগ কমে যাওয়া, শহর থেকে মানুষের গ্রামে স্থানান্তর প্রভৃতি কারণে মানুষ এখন সবসময়ই ঘরে থাকছে, যার ফলশ্রুতিতে পরিবারের সকলের যত্ন নেয়াসহ নারীদের বিভিন্ন অ-বৈতনিক ঘরের কাজ স্বাভাবিকের চেয়েও আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে ৫৭.৭% গৃহে নারীদের অতিরিক্ত সময় দিতে হচ্ছে শিশুদের যত্ন নিতে এবং ৫১% অতিরিক্ত সময় দিতে হচ্ছে রান্নার কাজে (অবৈতনিক কাজ)। এছাড়াও ৮৪.৭% গৃহে দেখা গিয়েছে, স্বামীরা বা অন্যান্য সেবাদানকারী সদস্য শিশুদের যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে ও রান্নার কাজে সাহায্য করছে।

২) ২৮% পরিবারে কোভিড-১৯ চলাকালীন সময়ে বাল্যবিবাহের হার ও বাড়ির নারী সদস্যদের ওপর অন্যান্য ধরনের সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জরিপে উঠে এসেছে। বর্তমান সময়ে চলমান লকডাউন ও জীবিকায়ন হ্রাসের কারণে নারী ও মেয়েদের প্রতি পারিবারিক সহিংসতা অনিবার্য কারনেই বৃদ্ধি পেয়েছে। পর্যালোচনা থেকে এটাও উঠে এসেছে যে, ৬০% উত্তরদাতা মনে করেন কোভিড-১৯ এর মধ্যে নারী ও মেয়েদের নিরাপত্তা প্রদান একটি চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

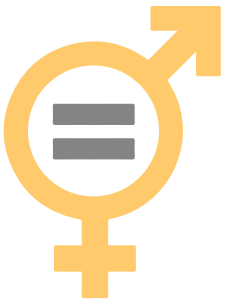

৮৬.৯% নারীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮৪.৭% উত্তরদাতা জানিয়েছেন, স্বামীরা বা অন্যান্য সেবাদানকারী সদস্য শিশুদের যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে ও রান্নার কাজে সাহায্য করছে।

২৮% উত্তরদাতা জানিয়েছেন, কোভিড-১৯ এর সময় বাল্যবিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জীবিকায়ন

১) কোভিড-১৯ মহামারীর ফলশ্রুতিতে গৃহস্থালী পর্যায়ে উপার্জন বেশ বড় রকমের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৫৫.৩% পরিবারের উপার্জন কমে গেছে। ৬.৯% পরিবার জানিয়েছেন বিগত মাসগুলোতে তাদের কোন উপার্জন ছিলোনা। উপার্জন হ্রাসের ক্ষেত্রেও জেন্ডার বৈষম্য লক্ষণীয়। যেমন- ১৪.৭% নারীপ্রধান পরিবারে কোনও উপার্জন ছিলোনা, যেখানে পুরুষপ্রধান পরিবারে এর হার ৫.৬%। তার অর্থ দাঁড়ায় নারীপ্রধান পরিবারগুলো কোভিড-১৯ এর কারনে উপার্জনের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, গ্রামাঞ্চলে ৯৩.৩% নারী অনানুষ্ঠানিক খাতে[২] কাজ করে যা কিনা কোভিড-১৯ এর জন্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

২) এই উপার্জন কমে যাওয়ায় পরিবারগুলোর স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুস্থতাও প্রভাবিত হচ্ছে। ৩৬.২% পরিবারে এর অন্যতম প্রধান ফলাফল হচ্ছে অসুস্থ হওয়ার পরও আর্থিক অসুবিধার জন্য চিকিৎসা করতে না পারা।

৩) উপার্জন হ্রাস পাওয়ার আরও একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে শিশুদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুস্থতার ওপরেও; ১৩.৭% উত্তরদাতা বলেছেন তারা তাদের সন্তানদের কাজে পাঠাচ্ছিলেন, ১১.৭% উত্তরদাতা বলেছেন তারা তাদের সন্তানদের আত্মীয়দের সাথে রাখতে বাধ্য হয়েছেন, ৫% উত্তরদাতা বলেছেন তারা তাদের সন্তানদের বিভিন্ন মাদ্রাসায় রেখেছেন এবং ৩.৯% তাদের সন্তানদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন (১৮ বছরের আগে)।

[২] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, শ্রম শক্তি জরিপ, ২০১৬-২০১৭

৩৬.২% পরিবারে অসুস্থ হওয়ার পরও আর্থিক অসুবিধার জন্য চিকিৎসা করতে না পারা

১৩.৭% উত্তরদাতা বলেছেন তারা তাদের সন্তানদের কাজে পাঠাচ্ছিলেন

৩.৯% তাদের সন্তানদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন (১৮ বছরের আগে)

সঞ্চয়

১) কোভিড-১৯ প্রভাব ও ক্ষতি পর্যালোচনার প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে ৮০.৫% পরিবারেরই কোনও নিজস্ব সঞ্চয় নেই।

২) হ্রাসকৃত উপার্জনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ১২.৫% পরিবার বিগত মাসে ঋন নিয়েছে যার মাসিক সুদের পরিমান গড়ে ১০.৯% যা কিনা উদ্বেগজনক। এসব ঋনের বেশিরভাগই নেওয়া হয় বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋন প্রদানকারী সংস্থা, বিভিন্ন এনজিও আর কিছু স্থানীয় ঋনদাতাদের কাছ থেকে। এ তথ্য থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রাম পর্যায়ে সঞ্চয় ও ঋনপ্রদান সমিতি (কমিউনিটি ভিত্তিক সঞ্চয় দল) পুনরায় চালু ও নতুন করে শুরু করা কতটা প্রয়োজন যাতে করে বেশিরভাগ বিপদাপন্ন পরিবারই অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক সুদপ্রদান ছাড়াই ন্যায়সঙ্গতভাবে ঋনগ্রহণ করতে পারে; কারন অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক সুদের হার দারিদ্র্যকে দীর্ঘমেয়াদী করে।

৮০.৫% পরিবারেরই কোনও **নিজস্ব সঞ্চয়** নেই

১২.৫% পরিবার বিগত মাসে ক্ষুদ্র ঋন প্রদানকারী সংস্থাসমূহ ও স্থানীয় ঋনদাতাদের থেকে ঋন নিয়েছে এবং এতে মাসিক সুদের হারের পরিমান গড়ে **১০.৯%**

World Vision
ATRA - NEW BEGINNING
's Development Food Security Activity
tion of Sanita
Date: 03-06-2020
MANPUR MADRASHA
USAID
World Vision
নবযাত্রা প্রকল্প
ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ
WINROCK

সার সংক্ষেপ

নবযাত্রা প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগীদের সহনশীলতা কোভিড-১৯ এর কারনে ব্যাপকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। সাধারন ছুটি ও অন্যান্য গৃহীত পদক্ষেপের একটি গভীর প্রভাব বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের স্থানীয় অর্থনীতিতে পড়েছে- যা উক্ত অঞ্চলের জীবিকায়ন ও উপার্জনকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে; আর এর ফলে পরিবারসমূহের টিকে থাকার জন্য খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর ক্রয়ক্ষমতা ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে। এরই সাথে সাথে কোভিড-১৯ এ সকল পরিবারসমূহের স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা সেবা গ্রহণের অভ্যাস-কে ব্যাহত করেছে , খাদ্য নিরাপত্তা হ্রাস করেছে এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সংগ্রহের সুযোগ কমিয়েছে । আরও সুনির্দিষ্টভাবে দেখতে গেলে নবযাত্রা প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলো কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের ক্ষয়-ক্ষতি রুখতে সংগ্রাম করে যাচ্ছে, যা তাদের চলতে থাকা বিপদ কাটিয়ে ওঠার সক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে। এ অবস্থাকে মোকাবেলা করতে পরিবারগুলো যে নেতিবাচক পদ্ধতি অবলম্বন করছে তার মধ্যে সন্তানদের কাজে পাঠানো, ১৮ বছরের আগেই সন্তানদের বিয়ে দেওয়া, চড়া সুদে ঋনগ্রহণ এবং উৎপাদনশীল ও গৃহস্থালি সম্পদ বিক্রি করা অন্যতম। এর ফলে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী উভয় অবস্থাতেই দারিদ্রাবস্থা আরও প্রকট হবে, দীর্ঘমেয়াদি অপুষ্টির ঝুঁকি, বিশেষ করে গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা ও শিশুদেও ক্ষেত্রে বাড়বে এবং বাল্যবিবাহসহ অন্যান্য লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বৃদ্ধি পাবে।

ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের প্রভাব ও ক্ষতি পর্যালোচনা

পটভূমি

২০২০ সালের ২০ মে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান প্রবল বাতাস ও ভারী বর্ষণ নিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের শ্যামনগর, কালীগঞ্জ, কয়রা এবং দাকোপ উপজেলার উপর আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় কয়রা এবং শ্যামনগর উপজেলা। কয়রা এবং শ্যামনগরের মোট আটটি ইউনিয়নে উচ্চ জোয়ারের কারণে বাঁধ ভেঙ্গে সমুদ্রের পানি ঢুকে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। এছাড়া এতে ঘরবাড়ি, বিভিন্ন নিরাপদ পানির উৎস, সম্পদ ও কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের প্রভাব পর্যালোচনা প্রতিবেদনে মূলত নবযাত্রা প্রকল্পে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী কয়রা (দক্ষিণ বেদকাশি, উত্তর বেদকাশি, কয়রা ও মহেশ্বরীপুর ইউনিয়ন) ও শ্যামনগরের (বুড়িগোয়ালিনী, গাবুরা, কাশিমারি ও পদ্মপুকুর ইউনিয়ন) সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ আটটি ইউনিয়নের ৯৮টি গ্রামের পরিবারকে আলোকপাত করা হয়েছে।

সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, নিরাপদ পানি প্রাপ্তি এবং স্বাস্থ্য সেবা ক্ষতিগ্রস্থ হবার পাশাপাশি জীবিকা হারিয়েছে বা ব্যাহত হয়েছে গ্রামীণ মানুষের সঞ্চয়। এমনকি ঋণদানকারী সমিতির মাধ্যমে অর্থায়নের পরিমাণও হ্রাস পেয়েছে। অতি-দরিদ্র কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী পরিবারগুলো, যাদের আয় প্রতিদিন ১.৯০ ডলার, তারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি নবযাত্রায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী পরিবারের সামগ্রিক খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি এবং অর্থনৈতিক স্থিতিকে প্রভাবিত করবে।

সমীক্ষায় আরও দেখা যায় যে, কয়রা এবং শ্যামনগরের কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং সম্প্রসারণ কর্মসূচির মতো স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের পয়েন্টগুলির ৭৫% উক্ত এলাকায় বন্যার কারণে জিএমপি ও সচেতনতামূলক পরিষেবা সরবরাহ করছে না। কয়রায় ১০টি কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা, ২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং টিকাদান কেন্দ্রগুলোর জন্য ৮৮টি সম্প্রসারিত কর্মসূচি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। একইভাবে শ্যামনগরে ৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং টিকাদান কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ৪৯টি সম্প্রসারিত কর্মসূচি পরিষেবা প্রদান করতে পারছে না। ফলস্বরূপ, কয়রা এবং শ্যামনগরে ক্ষতিগ্রস্থ ৮টি ইউনিয়নে ১৬,২৩৭ জন (৩,৪০২ মহিলা, ৩,১১৮ পুরুষ এবং ৯,৭১৭ শিশু) স্বাস্থ কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন না।

পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যবিধি

ল্যাট্রিনগুলোর ক্ষয়ক্ষতি:

সমীক্ষা করা মোট ৩,২২৩ টি পরিবারের মধ্যে ১,০৪৮টি (৩২.৫%) ল্যাট্রিন আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং ৩১৬টি (৯.৮%) সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যেগুলো পুনরায় ব্যবহারযোগ্য নয়।

কয়রায় ল্যাট্রিনগুলো ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্থ ৩১৬টি ল্যাটিনের মধ্যে ২৬৫টি (৮৪%) কয়রায় এবং শ্যামনগরে ৫০টি (১৬%)। আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ ল্যাট্রিনগুলোর জন্য একই রকম পরিস্থিতি দেখা গেছে। মোট ১,০৪৮টি ল্যাট্রিনের মধ্যে ৭৫৪টি (৭২%) কয়রাতে অবস্থিত।

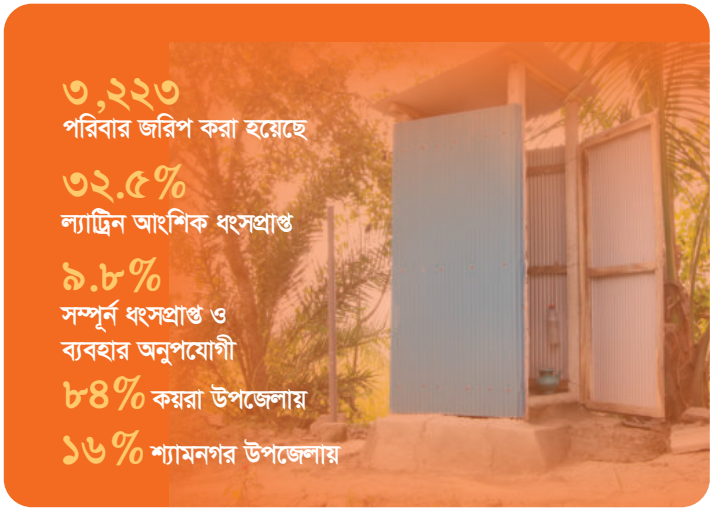

নিরাপদ পানির উৎসের ক্ষয়ক্ষতি:

নবযাত্রা প্রকল্পের দেয়া ৫১৬টি ওয়াটার পয়েন্টগুলোর (রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম ২৬৫টি, নলকূপ ২৪২টি, সোলার পনড স্যান্ড ফিল্টার ৯টি) একটি জরিপ সমগ্র কয়রা ও শ্যামনগর জেলা জুড়ে করা হয়েছে। ৫১৬টি বিকল্প ওয়াটার পয়েন্টগুলোর মধ্যে ৮৬টি (১৬.৭%) পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে (শ্যামনগরে ৪৪টি এবং কয়রাতে ৪২)। এর মধ্যে রয়েছে ৪৪টি রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম, ৪১টি নলকূপ এবং ১টি সোলার পনড স্যান্ড ফিল্টার । ফলস্বরূপ, নবযাত্রার প্রত্যক্ষ ৫,১০০ জন অংশগ্রহণকারী (পুরুষ-২,৫৮৬, মহিলা-২,৫১৪) ৮৬টি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্থ পানির উৎস থেকে নিরাপদ পানি পাচ্ছে না ।

৫১৬
নবযাত্রা সহায়তাপুষ্ট
পানির উৎস জরিপ করা হয়েছে

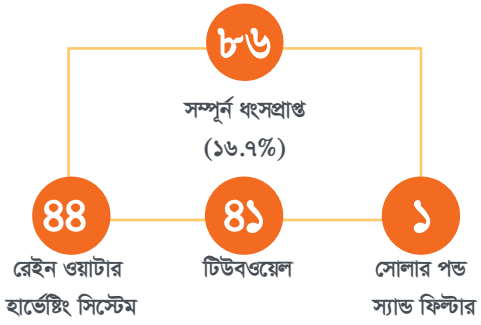

৫,১০০
জন সরাসরি উপকারভোগী
নিরাপদ পানির
সুবিধা পাচ্ছে না

২,৫১৪ জন নারী

২,৫৮৬ জন পুরুষ

ভ্যালু চেইন

কৃষি ও বিকল্প জীবিকা কর্মসূচির আওতায় নবযাত্রা লাউ, করলা, তরমুজ এবং জিনগতভাবে উন্নত তেলাপিয়াসহ (জিআইএফটি) ৪টি ভ্যালু চেইন চালু করে। মূল্যায়নের জন্য ৭১৩ জন ভ্যালু চেইন উৎপাদককে (পুরুষ -৩৯, নারী-৬৭৪) জরিপ করা হয়।

লাউয়ের ভ্যালু চেইনের ক্ষতি:

১১৯ জন (৬৩.৯৮%) লাউ উৎপাদনকারীর আংশিক এবং ২৪ জন (১২.৯%) লাউ উৎপাদনকারীর পুরো ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের আগে উৎপাদকরা গড়ে প্রতি ডেসিমাল থেকে ৯৬ কেজি ফসল উৎপাদন করতেন কিন্তু ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের ফলে ৬০% ফসল জমিতেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

করলার ভ্যালু চেইনের ক্ষতি:

১১৭ জন (৬৫.৭৩%) করলা উৎপাদনকারীর আংশিক এবং ১০ জন (৫.৬২%) উৎপাদনকারী ফসলের পুরোপুরি ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছেন। ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের আগে উৎপাদকরা গড়ে প্রতি ডেসিমালে ২৭ কেজি ফসলের ফলন করতেন কিন্তু ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের ফলে ৩০% ফসল জমিতেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

তরমুজের ভ্যালু চেইনের ক্ষতি:

তরমুজ উৎপাদকরা তুলনামূলকভাবে কম আক্রান্ত হয়েছেন; কারণ ঘূর্ণিঝড়ের আগে উৎপাদনের প্রথম চক্রের ফসল তোলা শেষ হয়। তবে দ্বিতীয় চক্রে আংশিক ক্ষতির শিকার হয়েছেন ২৫ জন তরমুজ উৎপাদক। ঘূর্ণিঝড়ের আগে তরমুজ উৎপাদকরা গড়ে ১৪২ কেজি ফলন ঘরে তুলেছেন কিন্তু ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের ফলে ভূমিতেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ১১% ফসল।

জিআইএফটি তেলাপিয়ার ভ্যালু চেইনের ক্ষতি:

জিআইএফটি তেলাপিয়া উৎপাদকরা মোট ১৪৩ জন (৭৬.৪৭%) উৎপাদক ফসলের মোট ক্ষতির কথা জানিয়েছেন। পরবর্তী পর্বের চাষের জন্য সংরক্ষণ করা পোনাসহ পুকুরগুলো ঘূর্ণিঝড়ের কারণে পানিতে ভেসে যায়।

এছাড়াও ১৬২টি (২২.৭২%) পরিবারের (মোট ৭১৩ জরিপের মধ্যে) পোলট্রির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে (হাঁস এবং মুরগি মারা গেছে)।

সম্পূর্ন ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন:

১২.৯% লাউ চাষী

৫.৬% করলা চাষী

৭৬.৪৭% তেলাপিয়া চাষীর সমস্ত উৎপাদন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে

২২.৭২% পরিবারের (৭১৩টি জরিপকৃতের মধ্যে) পোল্ট্রি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে

আংশিক বিনষ্টির প্রতিবেদন:

৬৩.৯% লাউ চাষী

৭৯.৭% করলা চাষী

আল্ট্রা-পুওর গ্রাজুয়েশন বা অতি দরিদ্র অবস্থা থেকে উন্নীত

নবযাত্রা ২১,০০০ নারীকে চিহ্নিত করেছে যেন তাদের পরিবারকে অতি দারিদ্র্যতা থেকে টেকসই জীবিকা নির্বাহে উন্নীত করা যায়। এই ২১,০০০ পরিবার বসবাস করছে দারিদ্র্যসীমার নীচে এবং তাদের আয় প্রতিদিন ১.৯০ ডলার; এ শ্রেণীতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে নিঃস্ব, বিধবা ও নারী প্রধান পরিবারকে। মূল্যায়নে দেখা গেছে যে, ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের ক্ষয়ক্ষতির কারণে দরিদ্র পরিবারের সহনশীলতা ঝুঁকির সম্মুখীন ফলে তাদের অতি-দরিদ্র অবস্থা থেকে উন্নীত হওয়ার পথ বাধাগ্রস্থ হয়েছে। মূল্যায়নের আওতাধীন রয়েছে ৮টি ইউনিয়নে মোট ৭,০৯৯ জন অতি-দরিদ্র অংশগ্রহণকারী, যাদের মধ্যে ৩৯৬ (৫.৫%) জনের ঘর-বাড়ি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং ১,৩২৮ (১৮.৭%) জনের ঘর-বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। উদ্বেগজনকভাবে, ২,৫৭৬টি পরিবারের বাড়িতে তৈরি করা সবজি বাগান ১০০% ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এরফলে পরিবারগুলোর খাদ্য নিরাপত্তার উপর প্রভাব পড়েছে যারা বিবিধ পুষ্টিকর খাবারের জন্য গৃহস্থালীরা এসব বাগানের ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং যারা উৎপাদিত ফসলের একটা অংশ স্থানীয় বাজারেও বিক্রি করতো।

৮টি ইউনিয়নের ৭,০৯৯ জন অতি-দরিদ্র অংশগ্রহনকারীর জরিপ করা হয়েছে

৫.৫% অংশগ্রহনকারীর বসতভিটা সম্পূর্ন ধংসপ্রাপ্ত হয়েছে

২,৫৭৬ অংশগ্রহনকারীর বসতভিটার সবজি চাষ সম্পূর্ন ধংসপ্রাপ্ত হয়েছে

অর্থের সংস্থান:

গ্রাম সঞ্চয় এবং ঋণদান সমিতিগুলোও এক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়েছে। আল্ট্রা পুওর গ্র্যাজুয়েশন কর্মসূচির একটি শর্ত হল জীবিকায় বৈচিত্র্য নিয়ে আসা এবং অপ্রত্যাশিত আঘাত মোকাবেলা করার জন্য অর্থের সংস্থান করার লক্ষ্যে সঞ্চয় দলে অংশ নেয়া। যদিও কোভিড-১৯ এর বিস্তার নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণ ছুটি (২০২০ সালের মার্চ থেকে শুরু হওয়া) সঞ্চয় দলের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে কেননা এসময় চলাফেরায় সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়। মে মাসে সঞ্চয় দলগুলো পুনরায় তাদের কার্যক্রম শুরুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখনই কয়রা এবং শ্যামনগরের মানুষজনের উপর ঘূর্ণিঝড় আম্ফান আঘাত হানে যারা ইতিমধ্যে কাভিড-১৯ এর প্রভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। মূল্যায়নের আওতাধীন ৮টি ইউনিয়নে অতি-দরিদ্র অংশগ্রহণকারীদের ৩,৫৪৪ জন (৪৯.৯%) সঞ্চয় দলে সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ শুরু করতে সক্ষম হয়নি। এই পরিস্থিতিতে যে সকল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আছে জলাবদ্ধতা এবং বন্যা যা চলাচলকে সীমাবদ্ধ করেছে এবং একই সঙ্গে স্থানীয় গণপরিবহণ প্রাপ্যতা হ্রাস করেছে।

৮টি ইউনিয়নের জরিপকৃত ৪৯.৯%
অতি-দরিদ্র অংশগ্রহনকারী এখনো গ্রাম সঞ্চয় এবং ঋণদান সমিতির কার্যক্রমে অংশগ্রহন করতে পারেনি

জীবিকার ক্ষতি:

অতি-দরিদ্রদের জীবিকাও বিরূপভাবে প্রভাবিত হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে, ১৩১টি ছাগল, ২৯২ টি ভেড়া, ৬৩৯টি হাঁস এবং ১,২০৮টি মুরগি মারা গেছে। মৎস্য উৎপাদকরা জানিয়েছেন যে, ১৪১৯ ডেসিমাল পুকুর এবং মাছের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে অন্যান্য ব্যবসাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়; ৪৪৫ জন অংশগ্রহণকারী (৯৬৯ জন নারীর ৪৫.৯%) মুদি ব্যবসা হারিয়েছেন এবং ১৫৬ জন অংশগ্রহণকারী (৪০৪ জন নারীর মধ্যে ৩৮.৬%) হস্তশিল্পের ব্যবসা হারিয়েছেন।

৪৪৫ জন অংশগ্রহনকারী (৯৬৯ জনের মধ্যে ৪৫.৯% নারী) তাদের মুদি ব্যবসা হারিয়েছে

১৫৬ জন অংশগ্রহনকারী (৪০৪ জনের মধ্যে ৩৮.৬% নারী) তাদের হস্তশিল্পের কাজ হারিয়েছে

ল্যাট্রিনের ক্ষয়ক্ষতি:

অতি-দরিদ্র পরিবারারের ল্যাট্রিনগুলো ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে; ১,২৯০টি পরিবার তাদের ল্যাট্রিনগুলো অকেজো হয়ে যাওয়ার মত ক্ষয়ক্ষতির কথা জানিয়েছে এবং ১,৯৮৮জন জানিয়েছেন যে, ল্যাট্রিনগুলি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

কোভিড -১৯ এবং সাইক্লোন আম্ফানের প্রভাব থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য সুপারিশসমূহ

১. অবিলম্বে জরুরী প্রয়োজনসমূহ চিহ্নিত করা এবং জনগণের সক্ষমতা বাড়ানো:

- **নগদ অনুদান:** সবচেয়ে বিপদাপন্ন পরিবারসমূহ বিশেষ করে যে সকল পরিবারে গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা আছেন ও শিশু আছে তাদের কথা মাথায় রেখে নগদ অনুদানের ব্যবস্থা করা যাতে করে এর মাধ্যমে গৃহস্থালি পর্যায়ে অপরিহার্য প্রয়োজনসমূহ মেটানো যায়। নগদ স্থানান্তর গৃহস্থালি পর্যায়ে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে যার মাধ্যমে পরিবারগুলো জীবিকায়ন ও উপার্জন সংক্রান্ত ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারবে। কোভিড-১৯ এর বাস্তবতার আলোকে মোবাইল অপারেটর কোম্পানীগুলোর ই-ওয়ালেট ব্যবহার করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নগদ স্থানান্তর একটি কার্যকর পন্থা হতে পারে; কারন তাতে করে নগদ অর্থ বিতরনের স্থানসমূহে উপকারভোগীদের সমবেত হতে হবে না।
- **কমিউনিটি ওয়াটার পয়েন্টগুলির মেরামত:** নিরাপদ পানীয় জলের প্রাপ্যতা বাড়ানোর জন্য কমিউনিটি ওয়াটার পয়েন্টগুলির মেরামত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানি, পয়:নিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধান কমিটি (প্রতিটি নবযাত্রা সমর্থিত কমিউনিটি পানি উৎসের সাথে সংযুক্ত) এবং পানি ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোকে সহায়তা করতে হবে যেন ট্যারিফ সংগ্রহের (যদি পাওয়া যায়) মাধ্যমে সংগৃহিত বিদ্যমান তহবিল ব্যবহার করতে বা ক্ষতিগ্রস্থ পানির পয়েন্টগুলি মেরামত করার জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা জোরদার করতে সহায়তা করা যায়। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পানির উৎসগুলো মেরামত বা পুন:র্নিমাণের জন্য তহবিলের জন্য পরামর্শ এবং প্রযুক্তিগত পরিষেবা নিশ্চিতকরণের জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে পানি, পয়:নিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধান (ওয়াটসান) কমিটিসমূহকে এবং পানি ব্যবস্থাপনা কমিটিকে (প্রতিটি কমিউনিটি পানি প্রযুক্তির সংঙ্গে সংযুক্ত) সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে।
- **ল্যাট্রিন মেরামত বা পুনঃর্নিমাণ:** ঘূর্ণিঝড় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ল্যাট্রিনগুলোর মেরামত বা পুন:র্নিমাণে পরিবারগুলোকে সহায়তা করা। নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধানের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়ার জন্য পরিবারগুলোকে ল্যাট্রিনগুলো মেরামত বা পুন:র্নিমাণে বিনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের অধিবেশন এবং বাড়ি পরিদর্শন করা জরুরি। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ল্যাট্রিনগুলোর মেরামত বা পুন:র্নিমাণে তহবিলের জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সরকারী পানি ও স্বাস্থ্যবিধান (ওয়াটসান) কমিটিকে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা।

২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আর্থিক পরিষেবা এবং মার্কেট নির্ভর পন্থাসমূহকে অগ্রাধিকার দেওয়া:

- **আয়বৃদ্ধিমূলক সুযোগসমূহকে তরান্বিত করা** যা কিনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঝুঁকিকে কমানোর পাশাপাশি এ সংকটের সময়ও মার্কেট দ্বারা চালিত হবে। কাপড় দিয়ে মুখমন্ডলের মাস্ক তৈরিতে উৎপাদকদের সহায়তা করা, গৃহস্থালি পর্যায়ে সুপেয় পানি বিক্রয়ের জন্য স্থানীয় উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রাইভেট সেক্টরের সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত ব্যবসার মডেলসমুহকে স্কেল-আপ করা।
- দরিদ্র ও অতি দরিদ্রদের আর্থিক পরিষেবাগুলোতে প্রযোজনীয় সংস্থানের জন্য গ্রাম সঞ্চয় এবং **ঋণ প্রদানকারী সমিতিগুলোর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অভিযোজন** এবং আগের অবস্থায় পুনরুদ্ধার। এটি পরিবারগুলোকে নতুন জীবিকা নির্বাহ করতে বা শুরু করতে ঋণ পেতে সহায়তা করবে এবং ঘরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাহিদা যেমন খাদ্য গ্রহণ, চিকিৎসা ব্যয়, শিক্ষাব্যবস্থা বা ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও পরবর্তীতে বন্যা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ বাড়িগুলোর মেরামত।
- **ব্যবসা ব্যবস্থাপনার দক্ষতা এবং পানি ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর বাজার বহির্মুখ দক্ষতা জোরদার** করা যা স্থানীয় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কমিউনিটির পরিবারগুলোতে পানি সরবরাহ করতে সহায়তা করবে এবং ব্যবসায়িক দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলা করতে সহয়োগিতা করবে।

৩. বিপদাপন্ন পরিবারের উৎপাদনশীল ক্ষমতা জোরদার করা

- **ক্ষুদ্র কৃষকদের সহায়তায় লবণাক্ত সহনশীল, পুষ্টিকর শাকসবজী উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পরিবারের খাবারের পুষ্টি নিশ্চিত করা।** লবণাক্ত সহনশীল, পুষ্টি সমৃদ্ধ সবজির সংস্থান পাওয়ার জন্য ইনপুট ভাউচারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকদেও সহায়তা করা জরুরি। বীজ সংস্থাগুলোকে ক্রেডিট সরবরাহ গ্যারান্টির মাধ্যমে নিয়মিত মানসম্পন্ন বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত এবং বীজসংস্থাগুলোর সাথে বাজার সম্প্রসারণে অংশগ্রহণ। কৃষকদের বেশী উৎপাদন এবং জলবায়ু পরিবর্তনে সহনশীল কৃষি প্রযুক্তির (লবণাক্ত, খরা এবং বন্যার অঞ্চলে) শিখন এবং ব্যবহারিক প্রয়োগে সহায়তা করা। বেসরকারী খাতের সাথে অংশীদারিত্বে, পরিবারের পুষ্টি উন্নত করতে কমলা, মিষ্টি আলুর মতো ফসলের প্রচার করা।

৪. পুষ্টি, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি এবং লিংগভিত্তিক বৈষম্য নিরসনে সামাজিক আচরণগত পরিবর্তনকে আরও বেশি গুরুত্ব প্রদান ও প্রসারিত করা:

- **সামাজিক আচরণগত পরিবর্তনের প্রসার/ বিস্তার ঘটানো** যাতে করে স্থানীয় রেডিও ও ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কসমূহকে সচেতনতা ও বার্তাপ্রদানের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা যায়, কারন সমীক্ষানুসারে ৫৯.২% বাড়িতে এগুলোই ব্যবহৃত মাধ্যম। গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা এবং শিশুস্বাস্থ্য এর জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের স্থানসমূহে কোভিড-১৯ সংক্রমণ সংক্রান্ত জনশ্রুতির নিষ্পত্তি ও সরকারি রেফারেল পদ্ধতিসহ লিংগভিত্তিক সহিংসতাকে গুরুত্ব প্রদানপূর্বক শক্তিশালী বার্তা প্রদান করা। রোগ প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহকে নিরুৎসাহিত করা ও অন্যান্য সকল প্রকার লিংগভিত্তিক সহিংসতা নিয়ে বার্তা সম্প্রচারের জন্য পুরুষ, নারী, শিশু, বাড়ির বয়স্ক সদস্য এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করা।
- **যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতারোধে রেফারেল সিস্টেম** নিয়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের নারী ও পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মীদের, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যানকেন্দ্রসমূহ এবং উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধি; যেন স্বাস্থ্য কর্মী এবং কেন্দ্রগুলো মনো-সামাজিক সমর্থন প্রদানের প্রশিক্ষন এবং সহিংসতার শিকার ব্যক্তির গোপনীয়তা, সম্মান, নিরাপত্তা, রেফারেল, এবং বৈষম্যহীন আচরন নিশ্চিতকরনসহ যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতারোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

www.wvb-nobojatra.org https://www.facebook.com/WVBangladesh https://twitter.com/wvbangladesh?lang=en

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি) এর মাধ্যমে আমেরিকান জনগণের সহায়তায় কোভিড-১৯ এবং ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের প্রভাব মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়েছে।
এখানে ব্যবহৃত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত দায়-দায়িত্ব ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর নিজস্ব। এখানে ইউএসএআইডি অথবা আমেরিকান সরকারের কোন মতামত প্রতিফলিত হয়নি।

© ২০২০ ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত।